অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে
পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের
সারসংক্ষেপ

গবেষক

সুশীল মালিক

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা : A00BE1201017

বর্ষ : ২০১৭ - ২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২২

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

ভূমিকা:

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে মূলত অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক এখনো লিখে চলেছেন তাই এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত সমস্ত উপন্যাসই এই গবেষণার সীমা।

প্রথম অধ্যায়ে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাহিত্যভাবনার পরিচয় দিয়ে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লেখকের অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিজিৎ সেনের সমকালের অর্থাৎ সত্তর দশকের ভূমিসংস্কার ও বর্গা আইন, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে তেভাগা আন্দোলন, দাঙ্গা ও দেশভাগ ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর সামান্য পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি অভিজিৎ সেন এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে এসেছে, সমকালীন ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেনের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে মূল বিষয়ের ভিত্তিতে লেখকের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় ইতিহাস, ভূমি অধিকারের লড়াই, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা, নারী পাচার, প্রেম ও যৌনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যান্য দিক অর্থাৎ যে উপন্যাসগুলিকে পূর্বের অধ্যায়ে আনা যায়নি সেগুলিকে প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে উপন্যাসগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে আনা হয়েছে। শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, শিল্প কৌশলের দিকেও লেখক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ধরা হয়েছে প্লট ও চরিত্র নির্মাণের কৌশল, বর্ণনারীতি, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রচিত্রণ, উত্তরবঙ্গের উপভাষা ও পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রয়োগ, লেখকের চরিত্রগত ভাষা

ব্যবহারের দক্ষতা, হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার, সঙ্গীত ও অলংকার ব্যবহার ইত্যাদি। পরিশিষ্ট অংশে অভিজিৎ সেনের একটি সাক্ষাৎকার সংযোজন করা হয়েছে, যাতে উপন্যাসে প্রতিফলিত সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সম্পর্কে লেখকের ভাবনার স্তরগুলো জানা গেছে। এবং লেখকের প্রতিটি উপন্যাসের কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:

অভিজিৎ সেন: ব্যক্তিপরিচয় ও সাহিত্যভাবনা

এই অধ্যায়ে অভিজিৎ সেনের ব্যক্তিপরিচয় অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে এই বাংলায় চলে আসার পর বিশৃঙ্খল শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে অভিজিৎ সেন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা সুধীরকুমার সেনের সাহিত্যবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার জের অভিজিৎ সেনের ওপর যেমন ছিল তেমনই অভিজিৎ সেনের সহোদর মিহির সেনগুপ্তের (১৯৪৭-২০২২) মধ্যেও ছিল। দেশভাগের ফলে তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ধরেছিল, তারপর অভিজিৎ সেনের কলকাতায় বিক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন কেটেছে। কর্মজীবনের মাঝে চাকরি ও ঘর ছেড়ে বিপ্লবী নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন যা তাঁকে সাহিত্য রচনারও রসদ জুগিয়েছে। তারপর বোহেমিয়ান জীবনে ক্রমে স্থিতি এসেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যাংকে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন, এইসময় তিনি ভূমিসংস্কার ও বর্গা আইন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আত্তীকরণ করেছেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে লেখকের রাজনৈতিক অবস্থান, কর্মজীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা ও বহু মানুষের সঙ্গে সংযোগ তাঁকে সাহিত্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। গ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচিত্র, কৃষি, নদী, জমি, রাজনীতি, প্রেম, যৌনতা, ইতিহাস, পুরাণ তাঁর সাহিত্যের উপাদান। এসবের মধ্য দিয়ে বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যভাবনার জগৎ গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

সত্তর দশক, সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন

স্বাধীনতার কাল থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এরপর সত্তর দশকে ভুমিসংস্কারের জোয়ার, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসব অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাই সত্তর দশকের সামাজিক, রাজনৈতিক আবহ বুঝতে এই অধ্যায়ে তেভাগা আন্দোলন, ভুমিসংস্কারের অপারেশন বর্গা আইন, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গার প্রসঙ্গ খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে জীবনের নির্বাচিত অংশ, পত্র-পত্রিকার চাহিদা, মধ্যবিত্তের জীবনযাপন ধরতে গিয়ে জীবনের সমগ্রতা রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) পথেই সত্তর দশকের একঝাঁক সাহিত্যিক বিষয়ের অভিনবত্ব আনতে সরাসরি গ্রামজীবনে প্রবেশ করে সমাজ, ইতিহাস, পরিবেশ, মানুষের বিবিধ সমস্যা, বিচিত্র জীবন নিয়ে স্বাধীনভাবে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। সত্তরের এই কথাসাহিত্যিকরা সাহিত্যের বিপণনের কথা ভুলে গেলেন ফলে কথাসাহিত্য এক নতুন জগৎ পেয়েছে। কথাসাহিত্যের এই নবধারার উন্মোচনের কারিগরদের মধ্যে অভিজিৎ সেন একজন। তাঁর মতোই সমকালীন ঔপন্যাসিকরাও এই সময়ের অভিঘাত তুলে এনেছেন তাই সত্তর দশকের অন্যান্য কথাসাহিত্যিকের উপন্যাসের সঙ্গে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: আখ্যান নির্মাণ

উত্তাল সত্তরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশকালের অবস্থা, জনজীবন, ভূমির অধিকার, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অবস্থান, মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বহুবিধ জীবন-জীবিকার কথা, প্রেম ও যৌনতাকে অভিজিৎ সেন তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। এছাড়াও মানুষের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন এমনকি ইতিহাসের কাহিনির যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কয়েক দশক ধরে উপন্যাস রচনা করে চলেছেন অভিজিৎ সেন। এই অধ্যায়ে উপন্যাসগুলিকে বিষয়বৈচিত্র্যের নিরিখে কয়েকটি পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিকে একটি বিষয়ের নিরিখে বেঁধে ফেলা সহজ হয়নি কারণ তাঁর উপন্যাসে মূল বিষয়ের পাশাপাশি অন্য বিষয়ও প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও মূল বিষয়ের ভিত্তিতে এবং আলোচনার সুবিধার্থে এই পর্ব বিভাগ করা হয়েছে।

১। ইতিহাস আশ্রিত- এই পর্বে অভিজিৎ সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্দশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস এই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে। বাংলার হিন্দু রাজা গণেশ ক্ষমতা ধরে রাখতে কীভাবে ধর্মকে আয়ুধ করেছিল তা নিয়েই লেখা *ধর্মায়ুধ* (২০২০) উপন্যাস। গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড় আগমণ এবং তাঁকে ঘিরে বাংলার মুসলমান শাসনের অবসান ও হিন্দু রাজার স্বপ্ন আন্দোলিত হয়েছিল হিন্দুদের মনে, সেই প্রেক্ষাপটেই অভিজিৎ সেন লিখেছিলেন *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮) উপন্যাস। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার উপকূল অঞ্চলে মগ দস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে লিখেছেন *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) উপন্যাস। এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের কালপর্ব প্রাধান্য পেয়েছে, কৃত্রিম কাহিনিতে ইতিহাস আচ্ছন্ন হয়নি।

২। চাষের ও বাসের ভূমি: অধিকারের লড়াই- তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকেই ভূমি অধিকারের লড়াই সংগঠিত হয়েছিল। সত্তর দশকে ভূমিসংস্কারের বর্গাআইনের ফলে জোতদার জমি নিয়ে বেশি আগ্রহী হয়েছে। বর্গাদার উচ্ছেদ করতে গিয়ে জোতদার আরও

আক্রমণাত্মক হয়েছিল। অন্যদিকে বর্গাদারের জমি ছাড়া বাঁচার উপায় ছিল না। ফলে জমি ধরে রাখতে জোতদারের সঙ্গে বর্গাদারের যে সংঘাত হয়েছিল তা উঠে এসেছে অভিজিৎ সেনের *বর্গক্ষেত্র* (১৯৮১), *ক্রান্তিবলয়, হলুদ রঙের সূর্য* (১৯৯৬) প্রভৃতি উপন্যাসে। *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) উপন্যাসেও একটি যাযাবর জাতির বসবাসের ভূমি পাবার লড়াই দেখিয়েছেন লেখক। এই উপন্যাসগুলি তাঁর প্রথমদিকের লেখা উপন্যাস।

৩। নকশাল আন্দোলন— লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন এবং সত্তর পরবর্তী রাজনীতি- অভিজিৎ সেন ব্যক্তিজীবনে কয়েকবছর নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ের নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০), *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* (২০১১) *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* (২০১৭) প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলিতে লেখকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা গেছে। এছাড়াও সত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে সমস্ত আদর্শ মুছে গিয়ে কীভাবে হিংসা ও বিদ্বেষের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদর্শন প্রাধান্য পেয়েছে তা অভিজিৎ সেন দেখিয়েছেন *অন্ধকারের নদী* (১৯৮৮), *সমসাময়িক* (২০১২), *নাগকেশর অক্ষবাট* (২০১৩) উপন্যাসে।

৪। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি- পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের যে লড়াই করেছিল তাতে মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষের বিশেষত নারীর অবস্থা নিয়ে অভিজিৎ সেন লিখেছেন *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা*, উপন্যাস। *নক্ষত্র নদী ও নারী* (২০১৫) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে একজন নারীর কপালে আজীবন লাঞ্ছনা লিখে দিয়েছিল তা দেখিয়েছেন লেখক। *সমসাময়িক* উপন্যাসের চরিত্রগুলির বর্তমান অবস্থার পিছনে ছিল মুক্তযুদ্ধ।

৫। সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত পরিবেশ নয়, বরং সাম্প্রাদায়িকতা মানুষের মনে কীভাবে সুপ্ত থাকে, তা থেকে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হয়, এর ফলে দাঙ্গার আবহ নির্মাণ হয়, একথাই অভিজিৎ সেন বলেছেন তাঁর এই জাতীয় লেখায়। দাঙ্গায় যেভাবে প্ররোচনা ও সার্থ জড়িয়ে থাকে তাও দেখিয়েছেন লেখক *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* ও *আঁধার মহিষ* (১৯৯৩) উপন্যাসে। *আঁধার মহিষ* উপন্যাসে ভিন্ন ধর্মীয় নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনেও নিজ সম্প্রদায়গত পক্ষপাত উঠে এসেছে।

৬। সামাজিক সমস্যা— নারীপাচার- নারী পাচার সমাজের একটি গভীর ক্ষত, যা থেকে সমাজ পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বহু প্রচেষ্টায় নারীপাচার চক্রের রাশ টানতে চেয়েছে তবুও একেবারে নির্মূল করা যায়নি এই সমস্যাকে। অভিজিৎ সেন সেই নারীপাচার চক্র, পাচারের বাজার, রেডলাইট এলাকার পরিবেশ, অভাবে ও লোভে পাচার হওয়া নারীদের দুর্দশা, সমাজের অবস্থান এসবের তথ্য দিয়েছেন *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল* (২০০৯), *শিরিন এবং তার পরিজন* (২০১৭) উপন্যাসে। লেখক দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কীভাবে নারীপাচার হয়। এক্ষেত্রে লেখক তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে ঔপন্যাসিক অপেক্ষা সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করেছেন বেশি।

৭। প্রেম ও যৌনতা: জটিলতার গ্রন্থিমোচন- প্রেম ও যৌনতা পরিপূরক নয় কিন্তু অভিজিৎ সেন তাঁর *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫), *নগ্ন নির্জন হাত* (২০০৯), *নক্ষত্র নদী ও নারী* প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেম ও যৌনতাকে স্বাভাবিকভাবে মিশিয়েছেন। ফলে প্রেম থেকে যৌনতা এসেছে আবার যৌনতা থেকে কীভাবে প্রেম এসেছে তা এই উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে। প্রেম ও যৌনতার ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন কোনো সৌখিনতা আনেননি, এক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশভঙ্গি অকৃত্রিম তা সে সম্পর্ক নন্দিত হোক বা নিন্দিত।

চতুর্থ অধ্যায়:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যদিক

বিষয়বস্তুর বিচারে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর্বে যে উপন্যাসগুলিকে ধরা যায়নি এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাজিকর গোষ্ঠীর দেড়শ বছরের জীবনসংগ্রাম নিয়ে লেখা *রহু চন্ডালের হাড়* এবং গ্রাম জীবনের দ্রুত পরিবর্তন, রাজনৈতিক অবক্ষয় নিয়ে লেখা *ছায়ার পাখি* (১৯৯৩) উপন্যাস এসেছে। এছাড়াও মাতৃ পরিত্যক্ত বালকের আত্মবেদনা নিয়ে *ঝড়* (১৯৯৩), গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের মালদা জেলার প্রবল বন্যা ও সেখানের মানুষের জীবনে গঙ্গা নদীর ভূমিকা নিয়ে অভিজিৎ সেন লিখেছেন *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাস। মালদা জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মঙ্গলকাব্য ও সাপ কেন্দ্রিক মিথ নিয়ে লেখা *নাগমঙ্গল* (২০১৯) উপন্যাস। এছাড়াও বিষয়ের আরও বৈচিত্র্য এনেছেন *দিদারগঞ্জের যক্ষী* (২০১৫), *পাপীতাপী ও যোগিনী* (২০২০), *কার পদধ্বনি আসে? কার?* (২০১৫) প্রভৃতি নভেলেট জাতীয় লেখায়। এই পর্বে পৃথকভাবে এই উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের মূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনো সাহিত্যিকের প্রভাব অভিজিৎ সেনকে প্রভাবিত করেছে কিনা তা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর সামান্য প্রভাব দেখা গেছে অভিজিৎ সেনের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে। এছাড়াও তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের নিরিখে বিভিন্নপ্রকার চরিত্রের ধরন, তাঁর উপন্যাসে সাপ ও নদীর বিশেষ ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ অভিজিৎ সেনের বেশিরভাগ উপন্যাসেই সাপ ও নদী নানা আঙ্গিকে উপস্থিত। তিনি অধিকাংশ উপন্যাস লিখেছেন উত্তরবঙ্গের গ্রাম জীবনের পটভূমিতে ফলে সেখানকার আঞ্চলিকতার পাশাপাশি সেখানকার মানুষের লোকবিশ্বাস ও মিথ তাঁর লেখায় ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। এই বিষয়গুলির নিয়ে পৃথকভাবে, দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করা হয়েছে এই পর্বে।

পঞ্চম অধ্যায়:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতি

শুধু বিষয় নয়, আঙ্গিকগত দিক থেকেও অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের গুরুত্ব বিচার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে উপন্যাসের প্লট নির্মাণ ও আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন রীতি ব্যবহার করেছেন লেখক। এছাড়াও তাঁর উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণ, কথনরীতি, দৃষ্টিকোণ এবং ভাষাগত দিকে দক্ষতার সঙ্গে কীভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও উত্তরবঙ্গের উপভাষার যথার্থ প্রয়োগ করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। সংলাপের ও বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে চরিত্রের কথোপকথনে অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনার কৌশল ব্যবহার করেছেন। এমনকি চরিত্রগত ভাষার আলাদা ধরন লক্ষ্য করা গেছে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে। চরিত্র ও পরিবেশকে নিখুঁতভাবে ধরতে অশ্লীল শব্দ, ইংরাজি, হিন্দি, সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার করেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। নিম্নবিত্ত গ্রাম্য নারী-পুরুষের সংলাপ ও মাতালের সংলাপে বাস্তবতা এনেছেন। এছাড়াও সঙ্গীতের ব্যবহার ও অলংকার নির্মাণেও অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসকে শিল্পসার্থকতা দিয়েছেন।

উপসংহার:

অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে দেখা গেছে সমাজ ও মানব জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এই সময়ের অন্যান্য লেখকের থেকে তুলনামূলক কম সংখ্যক উপন্যাসে বিষয়ের বৈচিত্র্যের ফলে তাঁর লেখা আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। একই আধারে একাধিক সামাজিক অভিঘাত এবং মানব জীবনের সংগ্রাম থেকে তাদের মিথ, বিশ্বাস, সংস্কার অনায়াস দক্ষতায় ধরেছেন। আবার উপন্যাস রচনার রীতিগত নানান ধরন এই সময়ের খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা গেছে।

পরিশিষ্ট:

এই অংশে লেখকের একটি সাক্ষাৎকার রাখা হয়েছে, যাতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের ভাবনা স্তরগুলো জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসগুলির পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক গবেষক